

কিশোর রহস্য উপন্যাস

ডার্ক রাইডার্স

খন্দকার নূর হোসাইন





রাত নেমে এসেছে। শুরু হয়েছে অন্ধকারের রাজত্ব। একটানা ঝুমঝুম শব্দে টিনের চালে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। অচেনা জায়গায় এভাবে আটকে গিয়ে ভয়ই করছে ওদের।

বৃষ্টি কখন ছুটবে কে জানে! আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই।
রাত বাড়ার সাথে বাড়বে পথচলার ঝুঁকি। অস্বস্তির মধ্যেও
মেঘের গুড়গুড় ডাকটা ভালো লাগল। অতি পরিচিত ডাক।

ছন্দের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কাছের বনে জানোয়ারগুলোর
হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে না। বৃষ্টির ঝুমঝুম শব্দ বাদ দিলে
সবকিছু নিষ্পন্দ। অস্বস্তি বাড়ছে সিয়ামের। মনের কোণে উঁকি
দিচ্ছে অজানা আশঙ্কা। মেঘের গর্জনের আড়ালে কি ভয়ানক
কিছুর প্রস্তুতি চলছে! অমূলক ভাবনা; নিজেকে বোঝানোর
চেষ্টা করল। অন্য চিন্তাকে মনের মধ্যে জায়গা দিতে চাইল।
ভাবনার রেখা ছুটে গেল পেছনের ঘটনায়।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুর। বান্দরবান সদরকে চল্লিশ কিলোমিটার
পেছনে ফেলে এসেছে ওদের ভাড়া করা ‘চান্দের গাড়ি’।
পাহাড়ের গা-ঘেঁষে চলা রাস্তার নিচে সবুজ উপত্যকা।
নৈসর্গিক সৌন্দর্য। গতির ছন্দপতন হলো। চোখ সরে এলো
রাস্তায়। কড়া ব্রেকে ডেডস্টপ হয়ে গেছে গাড়ি। সামনে
নব্বই ডিগ্রি কোণে পাহাড়ি রাস্তার বাঁক। বেশ কয়েকটা থেমে
থাকা গাড়ির পর জনা চল্লিশেক লোকের ভিড়। দুটো গাড়ি
অ্যাকসিডেন্ট করে রাস্তা পুরোপুরি ব্লক করে দিয়েছে। তখন
থেকেই শুরু হলো অপেক্ষা। রাস্তা থেকে গাড়ি দুটো সরাতে
অনেক সময় লেগে গেল। তিন ঘণ্টার পথে সময় লাগল সাত
ঘণ্টা। এরপরও নির্ধারিত গন্তব্যের অনেক আগেই নামতে
হয়েছে। বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে।

সামনে এগিয়েছে নির্জন রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটতে পেরেছিল। বৃষ্টি শুরু হলে আর এগোনো যায়নি। ভাগ্যিস রাস্তার পাশেই টিনের ছাউনি ছিল। এ যাত্রায় কাকভেজা থেকে বাঁচা গেল।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উত্তর-পূর্বে কৌণিকভাবে দুই কিলোমিটার এগোলে পাওয়া যাবে ওদের গন্তব্যস্থল। এখান থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নীলগিরি হিল রিসোর্ট। সর্ব দক্ষিণে সাঙ্গু নদী। পূর্ব দিকে থানচি নৌকা ঘাট। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বনভূমি। এখানে দিনের আলোয় সবুজের হাতছানি। রাত হলেই নেমে আসে ভয়।

বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। থেকে থেকে বিজলি চমকাচ্ছে। সেকেন্ডের জন্য আলোকিত হয়ে উঠছে উপত্যকাটি। আরও মিনিট দশেক ঝরল মেঘের অশ্রু। আস্তে আস্তে কমে এলো দাপট। এখন ছোটো ছোটো ফোঁটা পড়ছে।

বৃষ্টি শুরুর পর থেকে পুরোটা সময় ফাহিম কোনো কথা বলেনি। হয়তো কোনো কিছু নিয়ে ভাবছে সে। আগ বাড়িয়ে সিয়ামও কিছু বলেনি। অবশেষে মুখের তালা নিজেই খুলল সিয়াম, ‘তোরা মোবাইলে নেটওয়ার্ক আছে?’

‘না।’

‘আগে তো আসিনি। বাড়িটা চিনতে পারবি?’

‘আশা করি সমস্যা হবে না।’ প্রিন্ট করা থানচির ম্যাপ বের করল ফাহিম।

‘সাবধানে এগোতে হবে।’ হাতের লাঠিটা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিলো সিয়াম, বুনো শুয়োর আক্রমণ করলে বাঁকা হাড়গোড় সোজা করে দেবে।

‘বৃষ্টির জন্য লোকজন কেউ বাইরে নেই এখন। এদিক দিয়ে বাঁচা গেছে। কারও সামনে পড়ে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে না।’

জবাবে অস্ফুট স্বরে কিছু একটা বলল সিয়াম। শোনা গেল না। দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ল গাছের পাতায় জমা বৃষ্টির ফোঁটা। অচেনা কোনো পথের বাঁক পেরিয়ে ভেসে এলো কারও বিপন্ন চিৎকার। কেউ বাঁচতে চায়! আবারও শোনা গেল। পেছনের ছোটো টিলার ওপারে কিছু ঘটেছে। আধা মিনিট পর স্পষ্ট শোনা গেল কিশোর গলার চিৎকার। এ সময় বনে কেন সে! দুঃসাহসী লোকও তো এ সময়ের ব্যাপারে দুবার ভাবে। আরও নিকটে এসে চিৎকারটা থেমে গেল। আর শোনা গেল না।

টর্চ নিয়ে ওদিকে দৌড় দিলো ওরা। রাস্তার পাশেই ঝোপের মধ্যে দেখা গেল, ওদের বয়সি একটা ছেলে পড়ে আছে। পরনে কালো রঙের প্যান্ট, গায়ে লাল জামা। বাদামি চামড়া। কপালের দু-পাশে ঝুলে পড়েছে কালো চুল। বাঙালি। মাথায় আঘাত পেয়েছে। দৌড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। মাথার পেছনে হাত দিয়ে কাতরাচ্ছে। ওকে তুলে বসাল ওরা। ব্যথার জায়গায় ম্যাসাজ করে দিলো সিয়াম। চারপাশটা দেখে নিল ফাহিম। কিছু ঘটেছে। জানতে হবে। ব্যথার রেশ একটু কাটতেই চোখ

কচলে ওদের দিকে তাকাল ছেলেটা, ‘আমাকে ধরেছেন কেন? কিছু করিনি তো!’

আরও একদফা অবাক হলো ওরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সিয়াম বলল, ‘সে কী! আমরা ধরলাম কখন? তুমিই তো চ্যাচাচ্ছিলে!’

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ছেলেটা, হা করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

‘নাম কী তোমার?’ ফাহিম জিজ্ঞেস করল, ‘পালাচ্ছিলে কেন ওভাবে?’

‘অয়..ওন,’ ভাঙা ভাঙা শব্দ বেরুল মুখ থেকে, ‘তোমরা কা..আ...রা?’

ওদের পরিচয় দিয়ে বলল ফাহিম, ‘বেড়াতে এসেছি। দু-কিলোমিটার সামনে গ্রামের শেষ মাথায় আমার ফুপুর বাড়ি।’

অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে অয়ন। পরখ করল ওদের। এবার কিছুটা আশ্বস্ত হলো সে। বলল, ‘আমিও ওদিকে যাব। চলো, একসাথে যাওয়া যাক।’

‘সে না হয় যাচ্ছি, দৌড়াচ্ছিলে কেন, জিনে তাড়া করেছিল?’
ঐ কুঁচকাল সিয়াম।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল অয়ন, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। টর্চলাইটের দুটো আলো নেচে নেচে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

দুবার গুলি করল
 একজন। লাগাতে
 পারল না। অন্ধকারে
 চলন্ত টার্গেটে গুলি
 লাগানো এত সোজা
 নয়। গুলির শব্দে
 ভয় জেঁকে বসল
 ওদের ওপর।
 সাংঘাতিক বদ লোক
 তো! মেরে ফেলবে
 নাকি?

‘কুইক! পালাতে হবে!’ মাথা ধরে
 উঠে দাঁড়াল সে। ব্যথাকে পরোয়া
 করল না। দৌড়াতে শুরু করল
 অয়ন, ওদের দিকে ফিরে বলল,
 ‘পালাও! ওরা লোক সুবিধার না।’

কিছু না জানলেও বাকি দুজন বুঝল,
 কেটে পড়াই নিরাপদ। লোক দুটো
 ওদেরকে দেখে ফেলেছে। কোনো
 কারণে অয়নের পিছু লেগেছে।
 মরিয়া হয়ে পিছু ছুটছে। কথা
 বলার সময় নেই। ধরতে পারলে
 ঝামেলার জালে জড়িয়ে ফেলবে।
 কোনোভাবে ধোঁকা দিতে হবে।
 অবস্থা বেগতিক দেখে প্রধান সড়ক

ছেড়ে পায়ে চলা পথে নেমে গেল অয়ন, পেছনে ফাহিম ও
 সিয়াম। পিচ্ছিল রাস্তায় চলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার পড়ে
 গেল দুই বন্ধু। খাদগুলো রাস্তা থেকে দূরে। বেঁচে গেলেও
 লোক দুটোর সাথে দূরত্ব আরও কমে এলো। এভাবে চললে
 ধরে ফেলবে। শিউরে উঠল ছেলেরা।

দুবার গুলি করল একজন। লাগাতে পারল না। অন্ধকারে
 চলন্ত টার্গেটে গুলি লাগানো এত সোজা নয়। গুলির শব্দে
 ভয় জেঁকে বসল ওদের ওপর। সাংঘাতিক বদ লোক তো!
 মেরে ফেলবে নাকি?

অয়নকে অনুসরণ করে আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে বাকি দুজন। প্রশস্ত পথ পেলে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। পাশের কাঁটা-ঝোপে বিঁধে জামার সাথে চামড়াও কেটে গেল কয়েক জায়গায়। খেয়ালই করল না। মাথায় আঘাতের এক ঝাপটা যাওয়ার পরও অয়ন বেশ জোরে দৌড়াচ্ছে। পাহাড়েই থাকে, তার সাথে দৌড়ে পারবে কেন বাকি দুজন! রাস্তাটা নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। গতি কমাতেও শেষ রক্ষা হলো না ফাহিমের। পা পিছলে গড়িয়ে পড়ল দশ ফুট নিচে। ঘষা লেগে পিঠ ও হাঁটু ছড়ে গেল। অয়ন দৌড়ে এসে ওকে টেনে তুলল।

এতটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে সিয়াম। পড়ে গিয়ে উঠতে কাঁটা ফুটেছে, রক্ত বেরোচ্ছে, তবু কিছু করার নেই। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। আচমকা এমন বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না দুই বন্ধু। লোকগুলো একেবারে কাছে চলে এসেছে। আরও একবার গুলি করল। এবারও টার্গেট মিস করেছে। ফাহিমের মনে হলো—হয় আনাড়ি হাত, নয়তো শ্রেফ ভয় দেখানোর জন্য গুলি ছুড়ছে। গাছের আড়ালে আড়ালে দৌড়াচ্ছে ওরা। একটা দড়ির সাঁকো পেরিয়ে থেমে গেল অয়ন।

দৌড়ে লোকগুলোর কাছ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। সাঁকোটা নষ্ট করে দিতে হবে। হাতের কাছে ছুরিটুরি থাকলে ভালো হতো। সেটা নেই। দড়ির বাঁধন খুলে দিতে হাত লাগাল তিন কিশোর। মোটা দড়ি, বৃষ্টির পানিতে পিচ্ছিল হয়ে গেছে খুব। জোরাজুরিতে হাত কেটে গেল তাদের। সেদিকে দেখার

সময় নেই। সাঁকোর একেবারে মুখে চলে এসেছে লোক দুটো। খুব শক্ত বাঁধন। বাঁকি দিয়েও কোনো লাভ হলো না। দুলতে দুলতে এপাশে চলে এলো তারা। একজনের মাথার লম্বা চুল দু-পাশে ঝোলানো। খুতনির নিচে দাড়ির বিশেষ কাটিং শেয়ালের নাকের মতো। ছিপছিপে শেয়ালমুখো লোকটা খঁয়াক করে উঠল। কথায় কড়া আঞ্চলিক টান, ‘আরও দুটো জুটিয়ে ফেলেছে কোথেকে?’

অন্যজনের হাতে পিস্তল, গাট্টাগোটা শরীর। কুমড়োর মতো দেখাচ্ছে। ক্ষেপেছে ষাঁড়ের মতো, ‘অনেক ভুগিয়েছ, বাছা; আর পারবে না।’

অয়নের কাছাকাছি হতেই অকস্মাৎ অয়নের গলা টিপে ধরল। শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। কপাল খারাপ লোকটার। পেছনে লেকের পারের আলগা পাথর পায়ের চাপ লেগে সরে গেল। ওজন বেশি হওয়ায় ভারসাম্য ধরে রাখতে পারল না। পেছলে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বিশ ফুট নিচের পানিতে। ভুস করে শব্দ হলো। এতটাই দ্রুত ঘটে গেল সবকিছু, অয়ন কেবল বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। পিছিয়ে গেল শেয়ালমুখো লোকটা। খালি হাতে তিনজনের সাথে লাগার সাহস করল না। দৌড়ে সাঁকোর ওপাশে চলে গেল। অয়নের হাত ধরে ওকে টেনে সরিয়ে নিল ওরা। খ্যাপা কুমড়োটা পারে উঠে আবার ওদের পিছু নিতে পারে।

দৌড়াতে শুরু করল তিন কিশোর। অয়ন জানাল, ও লোকগুলোকে চেনে না। ওদের গোপন একটা কাজ দেখে

এমন আচরণে আহত হয়েছে সে। ওর পিঠ চাপড়ে দিলো ফাহিম, ‘মন খারাপ করিস না, সে হয়তো অনুমতি ছাড়া এতক্ষণ বাইরে ছিল। আব্বু-আম্মুর চোখ এড়িয়ে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে।’

বিপদ ডেকে এনেছে। বিস্তারিত কিছু বলল না, আগামীকাল বলবে বলে পাশ কাটিয়ে গেল। বাকিটা পথ গুম মেরে থাকল। ফাহিমের মাথায় তখন চিন্তার ঝড়।

কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাকিটা পথ পেরিয়ে এলো ওরা। অয়ন বলল যে, দৃষ্টিগোচর হওয়া সামনের একমাত্র বাড়িটা ওদের। দূর থেকেই বিদায় নিল সে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল গেইটের দিকে। ওদিকে চেয়ে রইল দু-জোড়া চোখ।

‘এমন করল কেন? ওর বাড়িতে একবারও যেতে বলল না।’
সিয়াম বলল।

এমন আচরণে আহত হয়েছে সে। ওর পিঠ চাপড়ে দিলো ফাহিম, ‘মন খারাপ করিস না, সে হয়তো অনুমতি ছাড়া এতক্ষণ বাইরে ছিল। আব্বু-আম্মুর চোখ এড়িয়ে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে।’

সিয়াম হাসল।

এখান থেকে পিচঢালা সড়কটা দেখা যায়। গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। উত্তেজনা চলে যাওয়ার পর শরীরে ছড়ে যাওয়া অংশগুলোতে জ্বালা অনুভব করছে। পা ব্যথা করছে। বেশ কিছু পথ এগিয়ে যাওয়ার পর থমকে দাঁড়াল ফাহিম।

তিনটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। সিয়ামের হাত ধরে টেনে গাছের আড়ালে নিয়ে এলো সে। ছায়ামূর্তি তিনটা অয়নের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুন্ডা দুটো কাউকে সাথে নিয়ে ফিরে এলো না তো! মনে মনে হাসল ফাহিম, বেশি কল্পনা করছে সে।

রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমাতে গেল ওরা। সিয়াম ঘুমিয়ে গেল একটু পরই। শরীরের ক্ষতস্থানগুলোতে মৃদু জ্বালাপোড়া করছে তখনও। ফাহিমের ঘুম আসছে না, পথের ঘটনা নিয়ে ভাবছে।

অয়ন ওদেরকে এড়িয়ে গেছে। অপরিচিত বলে প্রথম দেখাতে বিশ্বাসও করতে পারেনি! না, এমনও হতে পারে—লম্বা ঘটনা বলার এনার্জি ছিল না সে সময়। অয়ন কী দেখেছে, কারা তাকে ধাওয়া করেছে! ঘটনাটা ভুলতে পারছে না ফাহিম। ধাওয়া করা লোকগুলো রাতে আবার যদি ফিরে আসে! এপাশ-ওপাশ করেও ঘুমাতে পারল না সে। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে। ওর বিশ্লেষণ বলছে, অয়নের ওখানে আজ কিছু একটা ঘটতে পারে। লোকগুলো এত সহজে হাল ছাড়বে না। গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি নেবে না তারা। আজ আর ঘুম হবে না ওর। রহস্য উদ্ঘাটনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। এটাই হবে ওদের প্রথম কেস। সিয়ামের দিকে তাকাল ও গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। ওকে আর না ডেকে চুপিচুপি বাড়ির বাইরে চলে এলো।



দুই.

পার্বত্য এলাকায় রাতে একা বেরোনো নিরাপদ না। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে সে। সতর্কতার সাথে পা ফেলছে ফাহিম। ভয় পেলে রহস্যের পেছনে ছোট্টা যায় না। রহস্যের পেছনে ছোট্টার নেশা ওর ভয়কে হার মানায়। অয়নের বাড়ির কাছাকাছি ফুপুরা থাকে। পৌঁছে গেল।

মেঘলা আকাশ রাতকে পুরোপুরি অন্ধকার করতে পারেনি, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। এখন রাত একটা বাজে। কয়েক প্রকারের ঝিঁঝি পোকা একসাথে ডেকে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। জেগে আছে অসংখ্য নিশাচর পাখি। পাশ থেকে ভেসে আসছে তক্ষকের বিরজিকর ডাক। অয়নের বাড়ির সামনে দাঁড়াল ফাহিম। বিদ্যুৎ নেই। এত রাতে কেউ জেগে থাকে না, অয়নরাও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির পেছনের দিকটায় চলে এলো সে। গাছে হেলান দিয়ে আধাঘণ্টা পার করে দিলো। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। একটু পর গাছের আড়ালে বসে পড়ল। ঘুম পাচ্ছে। দু-মিনিট না যেতেই জানালায় আলো দেখে চোখ স্থির হয়ে গেল ওর। ঘুম পালাল মুহূর্তেই। ওখানে নড়াচড়া করছে দুটো ছায়া। জানালা গলিয়ে ভেতরে কী যেন দিচ্ছে।

চোখের পলক ফেলা ভুলে গেল ফাহিম। জানালা গলিয়ে ভেতরে চলে গেল একজন। হচ্ছেটা কী ওখানে? জানালা দিয়ে কিছু বের করে দিলো। বাইরে থেকে ধরে নিল অন্য ছায়ামূর্তিটা। কাজ শেষে ভেতর থেকে জানালা গলে বেরিয়ে এলো ভেতরের লোকটা। ওটা দুজন ধরাধরি করে পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে গেল।

দেখতে পেয়েছে ফাহিম-অয়নকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে লোক দুটো। আগেই সেন্সলেস করে নিয়েছে। কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী করবে! সে তো একা। সিয়ামকে না এনে ভুল হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে অয়নের আব্বু-আম্মুকে জাগিয়ে দেবে? না, তাদের ডেকে তুলে সবকিছু বলতে অনেক সময় চলে যাবে। তারা বাড়িতে না-ও থাকতে পারেন। আপাতত কিছু করার নেই। অনুসরণ করবে শুধু। কোথায় নিয়ে যায় দেখতে হবে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হাঁটছে লোক দুটো। গাছের আড়ালে চলে গেল ওরা। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ফাহিম। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে উড়ে গেল শয়তান চামচিকা। চমকে উঠল সে। সামনে উদিত হয়েছে কারও ছায়ামূর্তি। পেছনে সরতে গিয়ে মাথায় জোরে আঘাত পেল। চোখে জ্বলে উঠল হাজারও তারা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

জেগে উঠল ফাহিম। আশেপাশে কেউ নেই। গাছের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি বাতাসের ধাক্কায় চোখে পড়েছে। প্রথমেই হাত চলে গেল মাথার পেছনে। বড়ো সুপারি

গজিয়েছে, প্রচণ্ড ব্যথা। ভেজা ঘাসের ওপর পড়ে অর্ধেক শরীর ভিজে গেছে। অয়নকে নিয়ে গেছে লোকগুলো। হয়তো তাকেই শুধু দরকার ওদের। নিশ্চিত হলো ফাহিম-ধাওয়া করার সময় ভয় দেখানোর জন্য গুলি করেছিল।

সূর্য উঠতে দেরি নেই। পাশে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে অজু সেরে ওখানেই ফজর পড়ে নিল সে।

আলো ফুটতে শুরু করেছে। মোবাইলে তিনটা মিসকল; সিয়াম দিয়েছে। উঠে দাঁড়াল ফাহিম। অয়নের আব্বুর সাথে কথা বলতে হবে। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সিয়ামকে দৌড়ে আসতে দেখল। হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এলো সে। বোঝা গেল, বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল। ওকে রেখে একা আসার জন্য কৈফিয়ত চাইল। সংক্ষেপে সবকিছু বলল ফাহিম। দেরি না করে পা বাড়াল অয়নের বাড়ির দিকে। রাস্তার বাঁকের কাছে ঘটল দুর্ঘটনা। ওপাশ থেকে একজন দৌড়ে এসে সিয়ামের পায়ের সাথে বেঁধে পড়ে গেল। বৃষ্টিতে আগেই পথঘাট ভিজে ছিল। কাদা-পানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। ময়লা-পানি দুই গোয়েন্দার গায়েও ছিটকে পড়ল। আঞ্চলিক টানে খঁয়াকিয়ে উঠল ছেলেটা। ‘কে..য়েক...কে? দেখেগুনে চলতে পারো না?’

পরনের লাল জামা ভিজে কালচে লাল হয়ে গেল। চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। মাংসল গাল। চ্যাপ্টা নাক। বয়সে কিশোর। নিজের দোষেই পড়ে গেছে সে। তার কথার প্রত্যুত্তরে

তবুও সিয়াম ভদ্রভাবেই বলল, ‘তুমি না দেখে দৌড়াচ্ছিলে, তাই পড়ে গেছ।’

উঠে দাঁড়িয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, ‘কে তোমরা? সাতসকালে কোথায় যাচ্ছ?’

‘অয়নের ওখানে জরুরি কাজ আছে,’ বলেই ফাহিম হাঁটা ধরল।

পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল সে, ‘ওখানে কেন? না বলে যাওয়া যাবে না।’

এবার আর ভদ্রতার ধার ধারল না সিয়াম। ফস করে বলে বসল, ‘তুমি কে? তোমাকে কৈফিয়ত দেবো কেন?’

‘আমি অয়নের বন্ধু, নিংঅং মারমা। তাই বলতে হবে।’

‘ঠিক আছে। আমরা অয়নের ব্যাপারে আংকেলের সাথে কথা বলব,’ বলে ফাহিম আবার হাঁটা ধরল।

‘স্টপ! আমিও আসছি।’ আগের চেয়ে নরম সুরে বলল অং।

সে জানাল, গতকাল দুপুর থেকে অয়ন নিখোঁজ। ঞ্চু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। তাহলে রাতে কাকে বাড়ি পৌঁছে দিলো ওরা?

অয়নের বাড়ির কাছে চলে এলো তিনজন। টিলার গোড়ায় বাড়িটা। গেইটের কলিংবেলে দুবার চাপ দেওয়ায় দরজা খুলে গেল। একরাশ বিরক্তি নিয়ে কোমরে দু-হাত দিয়ে দাঁড়ানো কালো শার্ট পরা লোকটা বললেন, ‘আবার কী হলো?’